মুর্শিদাবাদ জেলার কুটিরশিল্প

লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী

পুণ্যসলিলা ভাগীরথী উত্তর হতে দক্ষিণে প্রবহমান। মুর্শিদাবাদ জেলাকে দুটি অংশে বিভক্ত করছে ঐ নদী। খন্ডিত পূর্ব প্রান্তের নাম বাগড়ী ও পশ্চিম প্রান্তের নাম রাঢ় অঞ্চল। খন্ডিত দুটো ভূখন্ড নিয়ে মুর্শিদাবাদ জেলার সীমানার বিস্তৃতি। জেলার আয়তন ২,০৯৫ বর্গমাইল। জনসংখ্যা ৪৭,৩৫,০৮০ জন। জেলার কৃষিজীবী ও শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের শতকরা পঞ্চাশভাগ ব্যক্তি কুটির শিল্পের কাজে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত। এখন প্রশ্ন হল, কুটির শিল্প কাকে বলে? মুর্শিদাবাদ জেলায় কি কি কুটির শিল্প রয়েছে? যে সব কুটিরের স্বল্প পরিসরে অল্প মূলধনে তৈরী হত, সেই সব শিল্পকে কুটির শিল্প বলা হত। অথবা বর্তমান যুগের যন্ত্র নয় কেবল সুনিপুণ হাতে প্রস্তুত দ্রব্য সম্ভার শিল্পীরা বা কারিগররা তৈরী করে এসেছে দীর্ঘকাল ধরে। আর সেই সব শিল্পকর্মই হল কুটির শিল্প।

মুর্শিদাবাদ জেলার উল্লেখযোগ্য কুটির শিল্প হল এক : রেশম শিল্প ও কাঁসার বাসন শিল্প। দুই : গজদন্ত শিল্প। তিন : বালাপোষ শিল্প। চার : দারু শিল্প। পাঁচ : শোলাশিল্প। ছয় : কাঁথা শিল্প। আট : স্বর্ণ শিল্প। নয় : শঙ্খ শিল্প। দশ : বাঁশ/বেত শিল্প। এগার : বিড়ি শিল্প। বারো : তাঁত শিল্প।

জেলার এক বিরাট সংখ্যক মানুষ কর্মজীবিকা সূত্রে রেশম শিল্প তাঁত শিল্পের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। মুর্শিদাবাদ জেলার রেশমী সিল্কের নাম জগৎ জোড়া, তার খ্যাতি প্রাচ্য দেশেও। এরপর বাসন শিল্প দেশ বিদেশে বিশেষভাবে সমাদৃত। উচ্চবর্গের পরিবার কাঁসার বাসন আর এই বিভিন্ন রকমের নক্সার কাজে দেখে ক্রয় করতেন আনন্দের আতিশয্যে। বহরমপুর খাগড়ায় আর বড় নগরের বহুসংখ্যক কাঁসারী বাস করতেন বলে কথিত আছে। তাদের কারুকার্য খচিত বাসনপত্র বাংলার নবাব বাহাদুর, লালগোলাধিপতি রাজা যোগেন্দ্র নারায়ণ রায়, মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী প্রমুখেরা তারিফ করতেন। এবং তাদের কাছ থেকে ক্রয় করতেন প্রচুর পরিমাণে। রঘুনাথগঞ্জের সন্নিকটে শ্রীকান্তবাটী গ্রাম। সেখানকার গ্রামবাসীর তৈরী ভেড়ার লোমের কম্বল মুর্শিদাবাদ জেলার কুটির শিল্পের প্রকৃত অবদান বলা যেতে পারে। বহরমপুর সোনাপট্টীতে অনেক সুবর্ণ বণিক বাস করতেন। তাদের হাতের তৈরী সুন্দর স্বর্ণালঙ্কার কুটির শিল্পের নিদর্শন রূপে আজও বিখ্যাত।

শোলা শিল্পের নামকরা কেন্দ্র হল বহরমপুর। ভ্রমণার্থীদের চোখে শোলাশিল্প এক আকর্ষণীয় সামগ্রী। এই শোলা শিল্পে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পান সৈদাবাদের সমীর সাহা। গজদন্ত কুটির শিল্প মুর্শিদাবাদ জেলার এক ঐতিহ্যময় শিল্পী শ্রী ভাস্কর পুরস্কৃত হন। এছাড়া মোথরা ও জিয়াগঞ্জ এলাকার এনাতালি বাগ অনেক গজদন্ত শিল্পী এককালে বসবাস করতেন। তাদের হাতির দাঁতের কারুকার্য ছিল অপূর্ব দর্শনীয়। ডোমকল থানার জিতপুর গ্রামে বেশ কিছু শঙ্খশিল্পী বাস করতেন। তাদের পাকা হাতের তৈরী শাঁখা ও শঙ্খ বাজারে একটা স্থান দখল করে নিয়েছিল।

বহরমপুর শহর হতে কিছু দূরে কাঠালিয়া গ্রাম। সেখানকার মৃৎশিল্পীদের মাটির পুতুল, কলসি, কুঁজো তৈরীর সুনাম আজও অক্ষুন্ন রয়েছে। এখনও অনেক পরিবার মৃৎশিল্প কর্মে নিযুক্ত রয়েছেন। ইসলামপুর চকের তন্তুবায় সম্প্রদায়ের মাকু যন্ত্রে প্রস্তুত লুঙ্গি ও তসরের চাদর মুর্শিদাবাদ জেলার কুটির শিল্পের অন্যতম পুরস্কার।

রাঢ় অঞ্চলের ঐতিহাসিক গ্রাম যার নাম নগর। সেই গ্রামে জোলা খ্যাত মুসলিম তন্তুবায়দের তৈরী মশারীর সুনাম জেলায় রয়েছে। নগর থেকে উত্তরে ইন্দ্রাণী, দিয়ারা ও মল্লিকপুর। সেখানকার বাঁশের তৈরী মোড়া দেখার মত। বর্তমানে অনেকে মোড়া তৈরীর কাজে ব্রতী আছেন। হরিপুর ও মাড়গ্রাম রেশম শিল্পের একটা কেন্দ্র। সেখানে রেশমী কাপড় সুন্দরভাবে তৈরী হয় এবং মাড়গ্রাম কুম্ভকারদের তৈরী মাটির ঘট হাড়ি ও আনুষাঙ্গিক দ্রব্য এখনও রীতিমত বাজারে আসে।

গৌরলীলা অধুনা গুরুলিয়া গ্রামের তন্তুবায়দের তৈরী রেশম কাপড় কুটির শিল্পের অঙ্গীভূত। এখানকার কর্মকারদের হাতে তৈরী দা, কুড়ুল, কড়াই, হাতা প্রতিটি মেলায় সরবরাহ হয়ে থাকে। ডোম সম্প্রদায়ের একটা অংশ বাঁশের চাঁচ দিয়ে তৈরী ঝুড়ি, কুলো, ডালা প্রভৃতি বাঁশ শিল্প কাজে লিপ্ত। তারা ঐসব কুটির শিল্প জাত সামগ্রী বিক্রী করে সংসার যাত্রা নির্বাহ করে থাকেন।

কান্দী শহরের উপকণ্ঠে দোহালিয়া গ্রাম। সেখানকার কুম্ভাকারদের হাতে তৈরী মাটির পাত্র, কলসি, মুড়িভাজা, তাওয়া, খোলা ও পাতনা ইত্যাদি দ্রব্য সম্ভার কুটির শিল্পের ঐতিহ্য বজায় রেখে চলেছে। শতকরা পঞ্চাশ ভাগ ব্যক্তি বা মৃৎশিল্পী মৃৎকর্মে নিয়োজিত এবং কান্দী থানার অধীন বোলতুলি ও রাজাদিঘির পাড় মৃৎশিল্প ভীষণ উন্নত। তাদের তৈরী মাটির বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি, মুড়ি ভাজা তাওয়া ও পৌষ পার্বণের পিষ্টক তৈরীর ঝুটি সরা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভরতপুর থানার আমলাই গ্রামের শাঁখারীদের সু-নিপুণ হাতে প্রস্তুত শাঁখা কান্দী মহকুমার নববধূদের একমাত্র ভূষণ।

এই জেলার জঙ্গিপুর মহকুমার সুতি থানার ঔরঙ্গবাদের বিড়িশিল্প পশ্চিমবঙ্গের ধূমপায়িদের কাছে অতিশয় সমাদৃত। ঔরঙ্গাবাদের বিড়ি শিল্প কর্মে প্রচুর কারিগর নিযুক্ত রয়েছে। অসংখ্য কর্মীর জীবিকা বিড়ি শিল্পের উপর নির্ভরশীল। সৌন্দর্য প্রিয় জাতি হল বাঙালী। আর এই সৌন্দর্যপ্রিয়তাকে কাজে লাগিয়েছে ঐসব সুদক্ষ কুটির শিল্পীরা, মুর্শিদাবাদ জেলার গ্রামগঞ্জের ঘরে ঘরে ওরা বুনে চলেছে তাঁতের কাপড়, রেশমী কাপড়, লুঙি ও গামছা। বাঁশের চাঁচ দিয়ে গড়ে তুলছে মোড়া, চেয়ার ও সুন্দর কারুকার্য খচিত খাট পালঙ্ক আরও কত কি? ছেঁড়া কাগজ দিয়ে তৈরী করে চলেছে শিশুদের নানাবিধ খেলনা ও রঙ্গীন ফুল, ভূষো কালি দিয়ে এঁকেছে পট, চিত্র ও আল্পনা। ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো দিয়ে গড়ে তুলছে নকসী কাঁথা।

তাই উপসংহারের প্রেক্ষাপটে বলতে চাই, যান্ত্রিক সভ্যতার বিলাসবহুল দ্রব্য সম্ভারের আমদানিতে হারিয়ে যাচ্ছে মুর্শিদাবাদের ঐতিহ্যবাহী কুটির শিল্প। আজ মুর্শিদাবাদের কুটির শিল্পের অর্থনীতির স্বার্থে দরকার অনুপ্রেরণা ও সরকারী অনুদান। গ্রামগঞ্জে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিন গুজরানের জন্য যেগুলো ধিকি ধিকি জ্বলছে তাদের প্রতি নজর দেওয়া একান্ত প্রয়োজন।